দৈনিক ইনকিলাব

APR 25 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা: ২ কলাম: ৬

অনৈতিক কাজের প্রতিবাদ করায় দিনাজপুর ভার্সিটি কলেজে ছাত্রলীগ কর্মীদের হামলায় ২৫ জন আহত

দিনাজপুর অফিস : হোস্টেলে মেয়ে নিয়ে ফূর্তি করার প্রতিবাদ করায় গতকাল দিনাজপুর সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ছাত্র নামধারী বহিরাগতদের সহযোগিতায় ছাত্রলীগ কর্মীরা ব্যাপক ভাঙচুর করেছে। ছাত্রলীগ কর্মীদের হাতে প্রতিবাদকারী প্রায় ২৫ জন ছাত্রদল সমর্থিত ও সাধারণ ছাত্র মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। এদের মধ্যে ৬ জনকে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এসময় মুসলিম ও অজয় ছাত্রাবাসসহ প্রিন্সিপালের কক্ষ ভাঙচুর ও টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে প্রথমত টহল পুলিশ এবং পরবর্তীতে ম্যাজিস্ট্রেট ও টিএনও-কে নিয়ে বিপুলসংখ্যক পুলিশ কলেজ চত্বরে অবস্থান নিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কলেজ চত্বরে পুলিশ মোতায়েন রাখা হয়েছে।

ছাত্র ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল (বুধবার) দুপুরে জনৈক ছাত্রলীগ কর্মীর ছত্রছায়ায় বহিরাগত একজন যুবক একজন যুবতীকে নিয়ে মুসলিম হোস্টেলের ভিতরে অবস্থান নেয়। একপর্যায়ে কলেজের কিছু ছাত্র প্রতিবাদ জানিয়ে হোস্টেল সুপারকে বিষয়টি অবহিত করে। বেলা আড়াইটার দিকে অবৈধভাবে মেয়ে নিয়ে হোস্টেলে অবস্থান করার বিষয়টি সুপার আমিনুল ইসলাম কোতয়ালী থানাকে অবহিত করেন। পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে বহিরাগত ছাত্রলীগ কর্মী বাদশা দলবল নিয়ে অবস্থানকারী যুবক-যুবতীকে প্রতিবাদকারী ছাত্রদের সামনে দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়। তারা নিরাপদে চলে যাওয়ার পরপরই বহিরাগত যুবকরা প্রতিবাদকারী ছাত্রদের উপর হামলা চালায়। একপর্যায়ে সংঘর্ষ ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল কর্মীদের মধ্যে বিস্তার লাভ করে। ছাত্রলীগ কর্মীরা হোস্টেল ও কলেজ ভবন ভাঙচুর করে। পুলিশে খবর যেন দিতে না পারে এ জন্য প্রিন্সিপালের টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ছাত্রদের অভিযোগে জানা গেছে, বহিরাগত ছাত্রলীগ নামধারী যুবক সন্টু, মিন্টু, বাদশা, নীরেনসহ আরো অনেকে এ হামলার নেতৃত্ব দেয়। হামলায় আহত রাষ্ট্রবিজ্ঞান ২য় বর্ষের ছাত্র মোহাম্মদ হোসেন, ৩য় বর্ষ বোটানির সবুজ, ৩য় বর্ষ বাংলা'র আবুল কাশেম, মাস্টার্স ফাইনালের ছাত্র বাবুল আখতার, ৩য় বর্ষ সম্মান-এর মনুরুল ইসলাম ও ছাত্র মতিউর রহমানকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আরো ২০ জনের মত আহত ছাত্র সাধারণ চিকিৎসা নিয়েছে। খবর পেয়ে প্রথমে পুলিশের একটি টহল দল ঘটনাস্থলে যায়। কিন্তু পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করায় ম্যাজিস্ট্রেট ও সদর টিএনওসহ বিপুলসংখ্যক পুলিশ কলেজ চত্বরে অবস্থান নিলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। পুলিশ বিকেল পর্যন্ত কাউকে আটক করতে পারেনি। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে জেলার গুরুত্বপূর্ণ এই বিশ্ববিদ্যালয় কলেজটিতে একই কলেজের একজন মহিলা অধ্যাপককে প্রথমবারের মত প্রিন্সিপাল হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।